ড. এম. আজিজুর রহমান

মানব সম্পদের উন্নয়ন ও সুষম বণ্টনে সরকারি - বেসরকারি ইউনিভার্সিটির ভূমিকা

বলা যায় না। এ জন্য যা দরকার তা হচ্ছে সম্পদ ও মানব সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। দেশের সার্বিক উন্নয়নকল্পে এ সুশিক্ষিত মানব সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিধায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি ইউনিভার্সিটির অনেক দায়দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ দায়িত্ব হলো মানব সম্পদ তৈরি ও এর সুষম বণ্টন।

অনেকে মনে করেন বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে শুধু সচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্ররাই পড়ালেখা করে। আবার সরকারি ইউনিভার্সিটির ধনী-গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের সমানভাবে প্রবেশাধিকারের সুযোগ বিদ্যমান। কিন্তু মানব সম্পদের সুষম বণ্টনের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ধনী-গরিব উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের সরকারি ইউনিভার্সিটিতে নামমাত্র বেতনে পড়ালেখার সমান সুযোগ সুবিবেচনার দাবি রাখে। আসলে অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্ররা আদৌ কোনো সরকারি ইউনিভার্সিটির প্রবেশাধিকার পাচ্ছে কি না এবং পেলে তাদের সংখ্যা কতো তা যাচাই করে দেখা দরকার। কারণ অসচ্ছল ও অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্ররা অর্থের অভাবে গৃহশিক্ষক রেখে পড়ালেখা করতে এবং কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারে না। পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে তারা পার্শ্ব পরীক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে না পেরে সরকারি ইউনিভার্সিটির পড়ালেখার সুযোগ থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রায় বিনা বেতনে বা নামমাত্র বেতনে পড়ানোর যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে তাতে ধনী-গরিব বিচার বিবেচনা করা হয় না। এ কথা সত্য যে, মেধাবী শিক্ষার্থীরা সবাই গরিব নয়। আগে দেখা যেতো নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের যেমন স্কুল শিক্ষক ও পোস্ট মাস্টারের ছেলেমেয়েরা বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান করে নিতো। এখন যেসব ছেলেমেয়ের বাবা-মা পড়ালেখার পেছনে বেশি অর্থ ব্যয় করতে পারছে অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক ও কোচিং সেন্টারের সহায়তা দিতে পারছে সেসব ছেলেমেয়েই পাবলিক পরীক্ষাসহ সব ধরনের পরীক্ষা তথা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করছে। অপরদিকে অর্ধসচ্ছল বাবা-মায়ের সন্তান অনেকেই মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ সুযোগের অভাবে মেধার চর্চা ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য সরকারি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। যার ফলে সত্যিকারের মেধাবী ও অর্ধসচ্ছল শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এ অবস্থা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।

ছাত্র ভর্তির সময় বাবা-মায়ের TIN (Tax Identification Number) সনদপত্রসহ আয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেগুলো যাচাই-বাছাই পূর্বক সবাইকে বিনা বেতনে বা নামমাত্র বেতনে পড়ালেখার সমান সুযোগ না দিয়ে শুধু সত্যিকারের অর্ধসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে বা বৃত্তি দিয়ে পড়ালেখার সুযোগ দিলে মানব সম্পদের সুষম বণ্টন অনেকটা সুনিশ্চিত হয়।

দৈনিক ইনকিলাব ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭ অনুযায়ী সরকারি ইউনিভার্সিটিতে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বা তার অধিক সংখ্যক ছাত্র আসে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত তথা সচ্ছল পরিবার থেকে, যাদের জনসাধারণের প্রদত্ত সরকারের রাজস্ব উপার্জনের টাকায় প্রায় বিনা বেতনে পড়ানো হয়। বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে যা কাম্য হতে পারে না। কারণ এসব পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা গৃহশিক্ষক রেখে, কোচিং সেন্টারে ফি দিয়ে, ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ অর্জন করে। দরিদ্র শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষায় পুরোপুরি প্রস্তুতি নিতে না পারায় তারা সরকারি ইউনিভার্সিটির সুযোগ থেকে অবিরত বঞ্চিত হচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশ মানব সম্পদের সুষম বণ্টন নজিরবিহীনভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পৃথিবীর উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে সম্পদ ও মানব সম্পদের এরূপ অসম বণ্টনের কোনো নজির নেই এবং সরকারি ইউনিভার্সিটিতে ঢালাওভাবে সবাইকে বিনা বেতনে পড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

মানব সম্পদের সুষম বণ্টনে বেসরকারি ইউনিভার্সিটি পদ্ধতি একটি স্বয়ংক্রিয় মডেল হিসেবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সীমিত আসনের কারণে সচ্ছল পরিবারের অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী সরকারি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়। ফলে সরকারি কোষাগার এবং সরকারি ইউনিভার্সিটির ওপর চাপ কমেছে যা কিছুটা হলেও সমাজে সম্পদ ও মানব সম্পদের সুষম বণ্টনের সহায়ক বটে। সরকার সচ্ছল ব্যক্তি ও পরিবার থেকে যে রাজস্ব উপার্জন করে তার অংশবিশেষ সমাজ সেবা ও অর্ধসচ্ছল ব্যক্তি ও পরিবারের কল্যাণার্থে ব্যয় করে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন করে। বেসরকারি ইউনিভার্সিটি সচ্ছল পরিবারের ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ছাত্র বেতনের অংশবিশেষ মেধাবী ও অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে মানব সম্পদের সুষম বণ্টনের আংশিক দায়িত্ব পালন করে।

বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো পরিচালিত হয় ছাত্র বেতন থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে। তথাপি বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো দরিদ্র প্রায় ২০-২৫ ভাগ অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনসহ অতি সাশ্রয়ী খরচে পড়াশোনার সুযোগ দিচ্ছে। মানব সম্পদের সুষম বণ্টনের প্রয়াস হিসেবে সচ্ছল ছাত্রদের প্রদেয় ছাত্র বেতন থেকে অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করে প্রতিটি বেসরকারি ইউনিভার্সিটি অনন্য সাধারণ নজির স্থাপন করেছে এবং এ খাতে বছরে গড়ে প্রায় ১ থেকে ২ কোটি টাকা খরচ করছে। এভাবে অর্ধশত বেসরকারি ইউনিভার্সিটি বছরে প্রায় একশত কোটি টাকার অধিক অর্থ অর্ধসচ্ছল ও সচ্ছল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্বার্থে জোগান দিচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এবং বর্তমান ধারাবাহিকতায় ত্রিশ শতাংশ ছাত্রের বিনা বেতন, সাশ্রয়ী খরচ ও বৃত্তির আওতায় আনা হলে বছরে গড়ে সর্বমোট প্রায় এক লাখ অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো ইতিমধ্যেই আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে এবং দিচ্ছে। যেমন, পশ্চিমি দেশের মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রমের আদলে এ দেশে উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণ, বাজারমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ প্রদান, রাজনীতি ও সেশনজট মুক্ত শিক্ষার পরিবেশ, সেমিস্টার পদ্ধতিতে শ্রেণী কার্যক্রম, ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি সিস্টেম সমৃদ্ধকরণ, শিক্ষা ও গবেষণায় বৈচিত্র্য আনয়ন, উচ্চ শিক্ষা প্রদানে যোগ্য ও মানসম্পন্ন শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী বাজার মূল্যে নিয়োগ প্রাপ্তি সুবিধা সৃষ্টি, উচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তি বিদ্যা, কমপিউটার বিজ্ঞানসহ কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, সুবিধা প্রদান, উচ্চ শিক্ষালাভে বিদেশ গমনেচ্ছু ছাত্রদের দেশেই পড়ালেখা ও দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়করণ ইত্যাদি এছাড়াও আধুনিক ব্যাংক, বীমা, ইনশিওরেন্স এবং মাল্টি ন্যাশনাল কম্পানিসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বেসরকারি ইউনিভার্সিটির প্রচুর গ্রাজুয়েটদের নিয়োগ লাভ এবং তাদের দ্বারা কম্পানিগুলোকে ক্রমান্বয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা অবশ্যই দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকারের ইউনিভার্সিটি শুধু অসচ্ছল ও অর্ধসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে বা বৃত্তি দিয়ে পড়ালেখার সুযোগ দিলে মানব সম্পদের সুষম বণ্টন অনেকটা সুনিশ্চিত হবে। আমরা আশা করি সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো বিনা বেতনে পড়ানোর সুযোগটা শুধু অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্রদের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখবে ও এর সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করবে এবং বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো তাদের উন্নয়নের গতিধারায় পর্যায়ক্রমে আরো অধিক সংখ্যক অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তির আওতাভুক্ত করে নেবে।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর
উত্তরা ইউনিভার্সিটি